মার্কিন বার্তা
AMERICAN CENTER 38-A, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta 700 071
Tel: 2288-1200 (7Lines) Fax: 033-2288-1616/9460 E-mail: pacal@state.gov
Public Affairs Office of the U.S. Consulate General Calcutta

বিশেষ সংবাদ ৪ অক্টোবর ২০০৫

বিষ্ণুপুরে পোড়ামাটির মন্দির সংরক্ষণে মার্কিন সহায়তা

কলকাতা -- বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির মন্দিরের অপরূপ ভাস্কর্যের ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষণে স্থানীয় উদ্যোগের সঙ্গে হাত মেলাল মার্কিন প্রশাসন। পূর্বাঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে চলতি দু'টি সংরক্ষণ প্রকল্পে সহায়তা যোগাবে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ সংক্রান্ত ২০০৫ সালের তহবিল। মঙ্গলবার নয়াদিলির মার্কিন দূতাবাস সূত্রে এই কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

মার্কিন বিদেশ দপ্তর থেকে এই বছর অনুদান পাচ্ছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর আর্ট অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজের (ইনটাক) পশ্চিমবঙ্গ শাখা এবং পাটনার ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট এডুকেশনাল সোসাইটি।

প্রতিযোগিতামূলক এই অনুদানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড সি মালফোর্ড বলেন, "মার্কিন সরকারের এই অনুদান আন্তর্জাতিক স্তরে ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষণে আমেরিকার সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রের যৌথ সহায়তা যোগানোর আরও একটি দৃষ্টান্ত।"

মালফোর্ড আরও বলেন, "আমেরিকা ও ভারতের পারস্পরিক সম্পর্কের এটিই সেরা সময়। আমাদের দুই দেশের মধ্যে বোঝাপড়া নিবিড়তর করে তুলতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে মজবুত সম্পর্ক গড়ে উঠছে এই তহবিল তারই প্রতীক।"

ঐতিহাসিক ভাস্কর্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যে প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের এই অনন্য ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে নিয়োজিত দু'টি সংগঠনকে সরাসরি এই ক্ষুদ্র সাহায্য দিতে পেরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গর্বিত।"

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে শিল্প, স্থাপত্য ও হস্তশিল্পের ঐতিহ্য সংরক্ষণে এক পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার জন্য ইনটাক পেল ১৫ হাজার ডলার অর্থাৎ প্রায় ৬ লাখ ৫৫ হাজার ৫০০ টাকার মার্কিন অনুদান। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মন্দির শহর বিষ্ণুপুর বিখ্যাত তার টেরাকোটার

ভাস্কর্যের জন্য। এছাড়াও এখানকার কারুশিল্প, মৃৎশিল্প ও বয়নশিল্পের অপরূপ সৃজন পরম্পরায় রয়েছে হিন্দু, ইসলামিক ও উপজাতীয় কৃষ্টির উদ্ভাবনী প্রতিফলন।

অন্যদিকে পাটনার ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট এডুকেশনাল সোসাইটি অনুদান পেয়েছে সাড়ে ২২ হাজার ডলার বা প্রায় ৯ লাখ ৮৩ হাজার ২৫০ টাকা। বিহারের ২৫ টি জেলায় সমীক্ষা চালিয়ে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ইসলামিক ও হিন্দু স্থাপত্যরীতির বিভিন্ন নিদর্শন চিহ্নিত করা হবে ভবিষ্যৎ সংরক্ষণের জন্য। মধ্যযুগের স্থাপত্যে হিন্দু ও ইসলামিক রীতির সহাবস্থানের নমুনাও তুলে ধরা হবে এই প্রকল্পে। এক্ষেত্রে সোসাইটিকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে খুদা বক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি। এই বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে আয়োজিত হবে বক্তৃতামালা। এছাড়াও বিভিন্ন এনজিও, পুরাতাত্ত্বিক ও নগর পরিকল্পনাকারদের জন্য থাকবে কর্মশালা।

উলেখ্য, ২০০১ সালে মার্কিন কংগ্রেসের নির্দেশে গঠিত হয় অ্যাম্বাসাডরস ফান্ড ফর কালচারাল প্রিজারভেশন। এই তহবিলের উদ্দেশ্য হল পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহ, প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সৌধ এবং শিল্পকীর্তির ঐতিহ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন দেশকে সাহায্য করা।

শুধু ২০০৫ সালেই বিশ্বের ৭৬ টি দেশের ৮৭ টি প্রকল্পে মার্কিন বিদেশ দপ্তরের এই তহবিল থেকে ২৫ লাখ ডলার অনুদান দেওয়া হয়েছে যার পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি ৯২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এর আগে যে সব ভারতীয় সংস্থা এই অনুদান পেয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে নয়াদিলির ন্যাশনাল সেন্টার ফর প্রোমোশন অব এমপয়মেন্ট অব ডিজএবেলড পিপল, গ্যাংটকের নামগিয়াল ইনস্টিটিউট অব টিবেটোলজি, গুজরাতের ভাদোদরায় হেরিটেজ ট্রাস্ট এবং মুম্বইয়ের সুরভি ফাউন্ডেশন।

এ সম্পর্কে আরও জানতে হলে ইন্টারনেটে দেখতে হবে এই ওয়েবসাইট:
http://exchanges.state.gov/culprop/afcp

****